আজকের কাগজ
ইত্তেফাক কাগজ

তারিখ 30 AUG 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

দেশব্যাপী শিক্ষার জন্যে খাদ্য কর্মসূচি উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল দেশব্যাপী শিক্ষার জন্যে খাদ্য কর্মসূচি উদ্বোধন করেছেন। গরীব ছাত্রছাত্রীরা যাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে সে জন্যে সহযোগিতা করাই এ কর্মসূচির লক্ষ্য।

ফেনী জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গরীব ছাত্রছাত্রীদের পরিবারে খাদ্য বিতরণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

এর অধীনে প্রতিটি গরীব ছাত্র প্রতিমাসে ১৫ কেজি খাদ্য শস্য পাবে যদি সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তার নাম লেখায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যদি কোনো গরীব পরিবারের একাধিক সন্তান থাকে তবে ঐ পরিবারকে সর্বোচ্চ ৩০ কেজি খাদ্যশস্য দেয়া হবে। এ বছর সরকার শিক্ষার জন্যে খাদ্য কর্মসূচির অধীনে বিতরণের জন্যে ১ লাখ ২৪ হাজার টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করেছে। ৪ হাজার ৬শ' প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭ লাখ ছাত্রের বিপরীতে ৫ লাখ গরীব পরিবারের মধ্যে এ খাদ্য বিতরণ করা হবে। সকল থানার একটি করে ইউনিয়নের সবগুলো স্কুলে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হবে যার মূল্য হবে ৮৯ কোটি টাকা।

এ কর্মসূচি উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার জন্যে খাদ্য কর্মসূচি শুরুর মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে স্কুল পালানোর ঘটনা কমে আসবে। দেশে নিরক্ষরতার উচ্চ হারের পেছনে এ স্কুল পালানোই ছিলো অন্যতম প্রধান কারণ।

প্রধানমন্ত্রী এ কর্মসূচিকে একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, শিক্ষার জন্যে খাদ্যকে কর্মসূচির সার্থক বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে কাংখিত স্বাক্ষরতা অর্জিত হবে। বেগম জিয়া আরো বলেন, এ কর্মসূচি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিকে আরো মজবুত করবে। তিনি বলেন, এর ফলে গরীব ছেলে-মেয়েদেরকে তাদের বাবা-মারা স্কুলে পাঠাতে উৎসাহী হবে।

এ অনুষ্ঠানে অন্যান্য যারা বক্তব্য রাখেন তাদের মধ্যে ছিলেন, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ ইউনুস খান, বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী আবদুল মান্নান, হুইপ মাহবুবুল আলম তারা, বরকতুল্লাহ বুলু এমপি এবং প্রাথমিক শিক্ষা সচিব কাজী রকিবুদ্দীন আহমেদ।

প্রধানমন্ত্রী ফেনী জেলার পরশুরাম ও ছাগলনাইয়া থানায় এ সফরের সময় একটি বিধ্বস্ত সেতুও দেখতে যান। শুভপুর সেতুটি পুরনো ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে অবস্থিত। সাম্প্রতিক বন্যায় সেতুটি ভেসে যায়। এ সময় ফেনী নদীর তীরে প্রধানমন্ত্রী এক স্বতঃস্ফূর্ত জনসভায় ভাষণ দেন এবং শিগগিরই সেতুটি পুনঃনির্মাণের নিশ্চয়তা দেন। খবর বাসস ও ইউএনবির।